বিষাদ, বিষন্নতা, মৃতুচেতনা ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা

সুপ্রিয় ধর

অতিথি অধ্যাপক, ইংরাজি বিভাগ, উলুবেড়িয়া কলেজ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যের শক্তিশালী কবি। অধুনা প্রায় বিস্মৃত। আমরা সম্প্রতি একধরনের উন্নাসিক কাব্যদর্শনে আমাদের সময় ব্যয় করছি। সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য বাংলা কবিতার যে বিস্তীর্ণ সাম্রাজের অধিকারী তা নিয়ে খুব একটা আলোচনা চোখে পড়েনা। জীবনানন্দ দাশের মত তিনিও এই পৃথিবীর ছিলেন না, অথচ ছিলেন। আমাদের চেনা-জানা পৃথিবীর লোভ, কলরোলকে পিছনে ফেলে জীবনকে, প্রেম-অপ্রেমকে, হৃদয়ের রক্তক্ষরণের মুহূর্ত্তকে যিনি তাঁর কবিতায় দ্রবীভূত করে নিয়েছিলেন, তিনি সঞ্জয় ভট্টাচার্য। 'কবিতা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা কবিতায় আধুনিকতার স্রোতের তিনিও অংশীদর ছিলেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাব্য শক্তিকে চিনতে ভুল করেননি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। অনেক উন্নাসিক, বিদগ্ধ সমালোচক ধরা-বাঁধা ছকে সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও তাঁর কবিতাকে নিয়ে আলোচনা সম্পন্ন করেছেন। একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম, সন্দেহ নেই, বুদ্ধদেব বসু। কষ্টকল্পিত একটা ভাবনা আমাকে আক্রমণ করে ব্যস্ততা বা অবকাশের মূহূর্ত্তে, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা, এবং কবি প্রতিভাকে নিয়ে যে বিস্মৃতিজনিত অসম্মান আমরা প্রদর্শন করে চলেছি, বুদ্ধদেব বসু বেঁচে থাকলে অবশ্যই বলতেন 'পূর্বাশা' পত্রিকার সম্পাদক কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের এই অসম্মান অমার্জনীয় অপরাধ আমাদের, নীচুগলায় অতিবড় সত্য কথাটা তিনিই বলতেন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য আমাদের বাংলা কবিতার গর্ব।

১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী সঞ্জয় ভট্টাচার্য পৃথিবীর আলো দেখেন। তিনি শুধুমাত্র কবি পরিচয়েই আবদ্ধ নন। উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, কিশোরদের জন্য কাহিনী, নাটক-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর ছিল অনায়াস বিচরণ। আর 'পূর্বাশা' পত্রিকার উচ্চারণে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের নাম সতত উচ্চারিত। জীবনের কুড়িটা বছর মানসিক ভারসাম্যহীনতায় কাটিয়েছেন। বিরূপ বিশ্বে একাকীত্ব, বিষন্নতা তাঁর ছিল নিত্যসঙ্গী। আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে গেছেন। হাসপাতালে চিকিৎসিত হয়েছেন। কলকাতায় মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সুস্থ অবস্থায় মোটামুটি চল্লিশ বছর সাহিত্য সাধনায় নিজেকে ব্রতী রেখেছেন। সারাটা জীবন ভয়ংকর এক মৃত্যু চেতনা তাঁকে তাড়া করে ফিরেছে। একজন নারীকে 'ভালোবাসি' এই কথাটা তিনি বলতে পারেননি, কিন্তু তার মৃত্যুসংবাদ চরম বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল তাঁকে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মৃত্যুর তারিখ নিয়ে একটু বিতর্ক আছে। বিতর্ককে মেনে নিয়েই বলতে হয় ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা বা ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ভট্টাচার্য প্রয়াত হন।

ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা– প্রতিটি মুহূর্ত্তে কবি কর্ত্তৃক লালিত নিঃসঙ্গতা, মৃত্যুচেতনা, দারিদ্র্য ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। কিন্তু এই সবকিছুকে সামনে নিয়েও সঞ্জয় ভট্টাচার্য সাহিত্য চর্চা করেছেন, এবং

কবিতা লিখেছেন, আদ্যন্ত ঐকান্তিক, সৎ, সত্যনিষ্ঠ কবিতা লিখেছেন। জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র - এই সব কবিদের পথে সঞ্জয় ভট্টাচার্য হাঁটলেন না, রবীন্দ্র বিরোধিতার সড়ক পথের পথিক হলেন না। কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যে পথ চলা একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব। ভাষার ইন্দ্রজালের মোহ তাঁর কবিতার শরীরে আষ্টেপৃষ্টে লিপ্ত হয়ে আছে। স্বপ্ন, অনুভূতি তাঁর কবিতার আবহাওয়ায় নানা রূপে, নানা বিভঙ্গে, শব্দের ইন্দ্রজালে বিস্তারিত হয়ে আছে। আমরা তাঁর কবিতার মর্মলোকে শুনি অন্যএক জগতের আলোছায়ার মর্মধ্বনি। স্বপ্ন তিনি দেখতেন কিনা আমাদের জানা নেই, কখনো তিনি স্বপ্নতাড়িত হয়ে কবিতা লিখেছেন এমন তথ্যও মেলে না, কিন্তু অনুভূতি, এক ভয়ংকার আত্মবিধ্বংসী, অন্তর্মুখী বিষাদক্রান্ত অনুভূতি তাঁর কবিতা রচনার ধূসর পথ ধরে মগ্ন চৈতন্যের প্রতীকের জন্ম দিয়েছে। স্বপ্ন তাঁর কবিতায় আসেনি এমন নয়, স্বপ্নভঙ্গের বেদনাও এসেছে, কিন্তু স্বপ্ন কখনোই তাঁর কবিতায় সক্রিয় পদক্ষেপ ফেলেনি, আলতোভাবে ছুঁয়ে গেছে।

প্রতীকী গীতিকবিতা আধুনিক বাঙালি কবিদের মধ্যে লেখায় যিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তিনি সঞ্জয় ভট্টাচার্য। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের প্রতীকী কবিতার ইতিহাসে প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিদের বর্ণময় উপস্থিতি, বিশেষ করে উইলিয়ম মরিসের উপস্থিতি আমরা সব সময় অনুভব করি। প্রতীকী কবিতায় সঞ্জয় ভট্টাচার্য সহজ, সরল শব্দ চয়ন করেছেন, ভাষাশিল্পের ক্ষেত্রে জটিল পথে হাঁটেননি, কিন্তু এই পথেই তিনি চেতন-অবচেতনের মগ্ন বিষাদের ছবি এঁকেছেন। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত 'সাগর ও অন্যান্য কবিতা' থেকে একটি কবিতা উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না, কেননা এই কবিতাটিতে কবির কল্পলোকের মৃদু উচ্চারণ শুনতে পাওয়া যায়। কবিতাটির নাম 'স্বপ্নের দিনে'।

পৃথিবী যেখানে চাঁদ হয়ে গেছে সেখানে চল ঃ
এই মরা চাঁদ কেমন লাগে !
পৃথিবীর নীল জ্যোৎস্না যেখানে ফুলের মতো
ঘন-বন-ছোঁয়া নয়ন মেলে।

ছায়াপথে আছে মৃদু আভা হয়ে স্বপ্নগুলি
সহসা তাহারা কহিবে কথা;
হয়তো তখন আকাশের মতো তুমি ও আমি
কথাগুলি বুকে কুড়ায়ে লব।
তখন হয়তো তুমি নেই আর নেই পৃথিবী,
ম্লান হয়ে আছি স্বপনে শুধু,
দূর হতে একা চেয়ে দেখ কোনো তারার চোখে
ছায়া-পথে তারা ফুটেছে কিনা।

এই কবিতাটিকে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া কবিতাটিকেই হত্যা করা। নীরব, নিস্তব্ধ থাকাই শ্রেয়। দূর হতে একা চেয়ে দেখ কোনো তারার চোখে/ছায়া-পথে তারা ফুটেছে কিনা/' - এই পংক্তিদুটি যিনি কল্পনা করতে পারেন, তিনি যে অনেক বড় মাপের কবি এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ

থাকেনা।

আমাদের চেতনার ভিতর মহলের আবছা, ধূসর, অবচেতনের গভীরতম প্রদেশে যে সব প্রতীকের জন্ম হয়, জন্মের সেই পথ ধরে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবি চৈতন্যের পথ চলা। 'বিস্ময়' কবিতায় প্রথম চারটি পংক্তি সহায়ক জ্ঞানে উদ্ধৃত করছিঃ

জীবনের কোনো একদিকে তবু রোদ লেগে থাকেঃ
ভালো-লাগা কোনো এক আকাশের রোদ,
নীল-হয়ে - যাওয়া রোদ জোৎস্নার ভিতর,
কখনো কোথাও কোনো মেয়ের চোখে যে রোদ ছিল।

কবির অনুভব, তাঁর সুখ-দুঃখ, তাঁর আনন্দ, তাঁর বেদনার কী বিনম্র উচ্চারণ। একটা সময়ে যে অনুভবগুলো 'রোদ আর আলো নিয়ে হৃদয়ের কাছে ঝিক্‌মিক' করতো, কবির কাছে 'অনাত্মীয় সময়ের কঙ্কাল গুহাতে' মনে হলো 'জীবনের অনেক পাতায়/হৃদয়ের কাছে আর আমাদের ছিল না সম্ভ্রম'। কোনো কোনো অভিজ্ঞতা, ভাবনা মনের আলো-আঁধারিত যে ছাপ ফেলে তা সব সময় স্পষ্ট বিবৃতির আকারে কবিতায় প্রকাশ পায়না। যে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাছে মনে হয়েছিল 'হৃদয়েরে গণিকার মতো শুধু ব্যবহার করে গেছে কামুক সময়' সেই একই কবি মন অনুভব করলোঃ

তবু সেই হৃদয়েও রোদ এসেছিল –
কেবল রোদন নয়,
জীবনের কী এক বিস্ময়।

এই বিশাল, অন্ধকার ও রহস্যময়, স্বতোবিরোধময় 'বিস্ময়'-এর মুখোমুখি দাঁড়াবার নামই কবিতা। এখানে আমরা সঞ্জয় ভট্টাচার্যের গূঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, জটিল মনটিকে খুঁজে পাই, যে মনের মাটিতে বেলা - অবেলার নানা অনুভব, যে অনুভবের আবহাওয়ার শীর্ণ আলোর রেখা দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে যায়। রোমান্টিক কবিরা এই 'বিস্ময়'-এর মুখোমুখি হয়েছেন, বোদলেয়ার হয়েছেন, শেকস্‌পিয়রের ইংলন্ড থেকে রুসোর পরে যে রোমান্টিকতা বিশ্ব সাহিত্যের একটি চিরায়ত চরিত্র লক্ষণ হয়ে দাঁড়ালো, সে দিক দিয়ে সমগ্র আধুনিক সাহিত্যই বলা যায় রোমান্টিক, এবং কবিরা রোমান্টিকতার অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য, মানুষের মৌলিক একটি চিত্তবৃত্তি 'বিস্ময়' - এর মুখোমুখি হয়েছেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে আবার স্মরণ কবি।

একবার ঝরে গেলে মন
সেই ঝরাফুল আর কুড়োবার নেই অবসর;
তখন প্রখর সূর্য জীবনের মুখের উপর –
তখন রাত্রির ছায়া জীবনের স্নায়ুর উপর –
জীবন তখন শুধু পৃথিবীর আহ্নিক জীবন।

সুধীন্দ্রনাথ সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, সঞ্জয় ভট্টাচার্যই 'প্রকৃত গীতি কবিতা লেখেন,

সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকা কবিকে বলেছিলো 'স্বপ্নের কবি', আর বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন বাঙলা লিরিক কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সঞ্জয় ভট্টাচার্য একেবারে স্বতন্ত্র - পথের পথিক, তাঁর প্রতীক আলাদা জাতের, 'চিত্ররূপময়' কারুকার্যে তাঁর লিরিক কবিতার শরীর চিত্রিত। তাঁর লিরিক কবিতায় ছন্দ ও শব্দের কারুকৃতিতে আমরা পেয়ে যাই এক অনন্য লিরিক-শৈলি, কথ্য চালে জারিত হয়ে এক স্বপ্নময় অনুভূতির জগৎ-এর নম্র আবেশ। উদাহরণই এক্ষেত্রে বিশ্বস্ত বন্ধু।

আমাদের সেই নীল উজ্জ্বল বিকেল
নেই আর – জানি, মেয়ে, জানি,
সেই ক্ষণ সেই মন করে যায় তবু কানাকানি,
মনে পড়ে সে মায়াবী পথ –
হাওয়া-মেলা হাওয়ার জগৎ,
হাওয়ার নেশায় দোলা ঝাউ-নারিকেল।

সে বিকেলে ছিল ভালোবাসা
তুমি জানো আমি জানি ছিল দুটি থরথর মন,
'ভালোবাসি' – তবু কেউ বলিনি তখন
ভুলে গেছি পৃথিবীর ভাষা।

ভুলে গেছি সেই ভুলে তুমি নেই, নেই আর আমি
সেই পথ, সে-বিকেল আমাদের জীবনে বেনামি।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য নিজেকে মনে করতেন সার্ত্রের 'Forlorn Man' – এক আত্মবিধ্বংসী নিঃসঙ্গতা এবং অতৃপ্তজনিত নির্জনতা কবির জীবনের প্রধান চালিকাশক্তি ছিল। জীবনের শেষদিকে, নিষ্ঠুর, নির্বিবেক পরিবেশে, মৃত্যুচেতনা আর অন্তর্গত বিষাদকে জীবনের সঙ্গে লিপ্ত করে নিয়ে তিনি বেঁচে ছিলেন। জীবনের এরকম কঠিন অবস্থায়, প্রায় মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে, সমস্ত বিষয়ে বিপর্যস্ত হতে হতে সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'জার্নাল' ধাচের অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন, বেশির ভাগ কবিতাগুলিই প্রেমকে উপজীব্য করে লেখা। কবিতাগুলি একজন সৎ কবির সত্যনিষ্ঠ স্বীকারোক্তি। কবির জীবনের শেষার্ধের দিন যাপনের একটা আবছা বিন্যাস কবিতাগুলিতে চিহ্নিত হয়ে আছে।

আলো বলো একে ?
আলো যদি, নিজেকে কি দেখতে পেতে না ?
দেখতে কি পাও ?
পাওনা। বরং অন্ধকারে
মাঝেমাঝে ভাবা যায় আছো ঃ
অন্ধকারে খুব অন্ধকার হয়ে আছো।

'পূর্বাশা' সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য আজীবন সম্পৃক্ত থেকেছেন 'পূর্বাশা'র সঙ্গে। কবিতা

লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন। বুদ্ধদেব বসুর মতো সরকারী বেসরকারী কোন কাজ করেননি। আজীবন সাহিত্য চর্চাই করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য হলো 'সাগর ও অন্যান্য কবিতা', 'পৃথিবী', 'সংকলিতা', 'নতুন দিন', প্রাচীন প্রাচী', 'যৌবনোত্তর', 'অপ্রেম ও প্রেম', 'পদাবলী', 'উর্বর' - উর্বশী', এবং আরো দুয়েকটি কাব্যগ্রন্থ। প্রবন্ধগ্রন্থের সংখ্যা চার। একটি দুটি ছাড়া আর কোন গ্রন্থই আজকাল পাওয়া দুষ্কর। আমাদের অমার্জনীয় অপরাধ, যে অপরাধের কোন ক্ষমা নেই, তা হলো, সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি, বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছেন সেই মানুষটি যিনি ঘুমোনোর সময়টুকু ছাড়া তিনশ' পঁয়ষট্টি দিনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত সাহিত্য সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগে পদচারণা করেছেন, প্রচার বিমুখ, একা একা। শব্দের মধুরিমা, শব্দের জাদুস্পর্শ, শব্দের সংগীতময়তা এই সব কিছুর সমাবেশে কবিতা যে কানে-কানে কথা বলে, কবিতার প্রেমে সমাচ্ছন্ন করে রাখা যায় পাঠকের অন্তর্লীন মন ও মননকে, বাংলা সাহিত্যে এই কাজটি যিনি করেছিলেন, তিনি সঞ্জয় ভট্টাচার্য। বাংলা সাহিত্যের বর্তমান বোদ্ধারা কজন মনে রেখেছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে?

'তোমার শরীর হতে ছায়া ঝরে পড়ে

আমার স্তিমিত মনে।'

এই পংক্তি দুটো যিনি লিখেছিলেন স্মৃতি তাড়িত হয়েও আমরা তাঁকে আর মনে করতে পারিনা। নৈতিকতা, ইতিহাস চেতনা, কোন কবির কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা পৌঁছানোর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন, এই সব দায়বদ্ধতার তাগিদ আমরা আজকাল আর অনুভব করিনা। কবিতার অতীত অধ্যায়ের আধুনিকতার আবহ যেমন প্রাসঙ্গিক, ঠিক ততটাই প্রাসঙ্গিক সেই পর্বে আধুনিক কাব্যচর্চায় যাদের ছিলো তুঙ্গবিহার। সঞ্জয় ভট্টাচার্য এরকমই একজন কাব্য-ব্যক্তিত্ব যাঁর কাব্যকৃতির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে যথাযোগ্য মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্যও এই মূল্যায়ন জরুরী। দুর্মর রোমান্টিক কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশের পূর্বমুহূর্ত্তে কিংবা পরে বাংলা সাহিত্যের পরিসরে উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, কিশোর পাঠ্য- কাহিনী এবং অসংখ্য শিল্প সাহিত্য সম্পৃক্ত লেখায় নিজেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন। এই সব কিছুর মনস্বী স্রষ্টা কি ধুলায় ধূসর হয়ে যাবেন? ইতিহাসের স্বার্থেই সঞ্জয় ভট্টাচার্যের অগ্রন্থিত, ধুলি-ধূসর কবিতাবলীকে বিস্মরণের আস্তরণে ঢাকা পড়া অবস্থা থেকে আলোয় নিয়ে আসা প্রয়োজন, কারণ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতার মেজাজ আজকের দিনে পাল্টেছে, তাঁর কবিতা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ গবেষণা বাংলা কবিতার বিভিন্ন ধাপ পাল্টে পাল্টে যাওয়ার প্রবাহমানতার বিবর্তমান ইতিহাস নির্ণয়ে অবশ্যই অপরিহার্য।

দুই বিশ্বযুদ্ধের অনুর্বর সময়ে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের রোমান্টিক কবিমনে ছাপ ফেললো নিরালম্ব, কবন্ধ সময়ের ভাঙনের ইতিহাস। 'ক্রিমিয়া যুদ্ধের পর' কবিতায় কবি লিখেছেন ঃ

অনেক সীমান্তে আজো পড়ে আছে মানুষের শব
অনেক সীমান্তে আছে মানুষের আগুনের শিখা
পৃথিবী তাদের কাছে চেয়েছিল আশা।

যারা করে কলবর
টানে যবনিকা
নেপথ্যের লোক তারা, বলে শুধু নেপথ্যের ভাষা;
তবু আজ তারা অভিনেতা,
আশা পরাজিত আর দুরাশা বিজেতা !

কিন্তু না। সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর কবিতার আদল অতিক্রম করে যেতে পারেন নি। রোমান্টিক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা শেষ পর্যন্ত স্বপ্নের নীলিমা, শব্দের মায়াবী প্রবহমানতা, বিষাদগ্রস্ততা, গোধূলির নরম আলোর আভাসের মধ্যেই লিপ্ত হয়ে রইলো। মৃত্যু পর্যন্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্য দূর্মর রোমান্টিক কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য। সমর সেনের তীর্যক, শাণিত, নাগরিকতায় আশ্লিষ্ট ভাষা ব্যবহার যুদ্ধের দিনগুলিতেও তাঁর কবিতায় প্রাধান্য বিস্তার করলো না। এক স্বপ্নাবিল পরিবেশের মৃদু-মূর্ছিত গন্ধ শেষ পর্যন্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতাকে অন্য সব কবিদের কবিতা থেকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করে দেয়। প্রথা মেনে ঐতিহ্যগত শাস্ত্রীয় রচনার ঝোঁক তাঁর কবিতায় নেই বললেই চলে। শব্দ চয়নের সারল্য আর স্বপ্নের নীলিমার বিষাদ মিশ্রিত মুগ্ধতা বোধ, রোমান্টিকতার অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য তাঁর কবিতার প্রধান আকর্ষণ, এবং অবশ্যই প্রধান অবলম্বন।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে ভুলে যাওয়া, তাঁর কাব্যের যথাযোগ্য মূল্যায়নে আমাদের নিস্পৃহতা বাংলা সাহিত্যের এক অপূরণীয় ক্ষতি। আমরা বরং নিচে উদ্ধৃত সঞ্জয় ভট্টাচার্যের এই কবিতাটি শুনি, এবং এই বিশ্বাসে স্থিত থাকার চেষ্টা করি যে ইতিহাস তার নিজের নিয়মে বাংলা সাহিত্যে সঞ্জয় ভট্টাচার্যর কাব্যকৃতির অপরিহার্যতা নির্ণয় করে দেবে।

মনে থাকবে না !
এই আলো, এ বিকেল, এই বেচা-কেনা,
এই কাজ - প্রেম, রাঙা জীবনের দেনা
এ নিবিড় পৃথিবীর, নিজেদের হঠাৎ এ চেনা
মনে থাকবে না।

তবু কিছু থাকবে কোথাও,
এই আলো এই ছায়া যখন উধাও
বিকেলের উপকূলে বিকেলের শ্বাস ফেলে চুপচাপ ঝাউ
আলো-লাগা, ভালো-লাগা মন-নেই তা-ও
তখনো হয়তো কিছু থাকবে কোথাও।

তখনো থাকবে ছবি তোমার আমার।
দেখবে, পারো না একা হৃদয়ে তাকাতে তুমি আর,
যতবার
তাকাবে দেখবে কেউ আছে তাকাবার;
অপলক চোখ যেন কার
তোমার চোখের পাশে - হয়তো আমার।

'শার্ল বোদলেয়ার ঃ তাঁর কবিতা'র ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু একটি প্রনিধানযোগ্য কথা বলেছিলেন ঃ ''প্রাচীন সাহিত্যে কষ্ট আছে। আর্তি আছে, মনস্তাপ আছে, কিন্তু বিষাদ নেই। ধরে নিতে হবে যে বিষাদ ভাবটি মানবচিত্তে আবহমান; কিন্তু সে বিষয়ে চেতনার উন্মেষ ঘটে রেনেসাঁসের যুগে, আর পূর্ণ বিকাশ রোমান্টিকতায়'' রোমান্টিকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতায় আমরা পাই সারি সারি বিষাদের বিষন্ন চোখ, রহস্যময় মানুষের মনের কার্যকারণের অতীত বিষাদের বিভিন্ন স্তরবিন্যাস। সঞ্জয় ভট্টাচার্য কবিতায় আমরা প্রথম দেখি বিষাদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা, যে বিষাদকে শেক্সপিয়র তাঁর নাটকে 'প্রতিষ্ঠা করলেন মনুষ্যত্বের একটি কুললক্ষণ বলে।'

গ্রন্থ নির্দেশ ঃ শার্ল বোদলেয়ার ঃ তাঁর কবিতা প্রকাশ ঃ মাঘ ১৩৩৭, জানুয়ারি ১৯৬১

প্রবন্ধ সংগ্রহ ঃ জ্যোতি ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২১ সেপ্টেম্বর ২০০০

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা ঃ সুশান্ত বসু সম্পাদিত, ভারবি, প্রথম প্রকাশ ঃ আশ্বিন, ১৪০৮, সেপ্টেম্বর ২০০১